করোনা কেড়ে নিল আরও ৩৮ প্রাণ, আক্রান্ত ৩৪৮০

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৫০২ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৪৮০ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ১৫ হাজার হাজার ৭৮৬ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৬৭৮ জন এবং মোট সুস্থ ৪৬ হাজার ৭৫৫ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৬ হাজার ২৮৭টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৫৫৫টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৪৮০ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ১৫ হাজার হাজার ৭৮৬ জন। শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৩ জন ও নারী ৫ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৫০২ জন।
মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩০ শতাংশ।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৬৭৮ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৪৬ হাজার ৭৫৫ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৩৮ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩০ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ১১-২০ বছরের মধ্যে একজন, ২০-৩০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১৬ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৩ জন এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে একজন মারা গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৫ জন, চট্টগ্রামে ১২ জন, রাজশাহীতে ২ জন, খুলনায় ২ জন, ময়মনসিংহে ২ জন, বরিশালে ৪ জন, সিলেটে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২৫ জন ও বাড়িতে ১২ জন মারা গেছেন। মৃত অবস্থায়

হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

দৃঢ় মনোবল আর ইচ্ছাশক্তির কারণেই সফল কুষ্টিয়ার অনিক মাহমুদ

অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর দৃঢ় মনোবল নিয়ে প্রতিবন্ধীতাকে জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন শারিরীক প্রতিবন্ধী অনিক মাহমুদ (২২)। নিজেকে থামিয়ে রাখতে চান না তিনি, নিয়ে যেতে চান সামনের দিকে এবং পৌঁছাতে চান চূড়ান্ত সাফল্যের শিখরে।
বলছিলাম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ এলাকার প্রতিবন্ধী অনিক মাহমুদের কথা।

জন্মগতভাবেই তার নিজের দুই পা অনেক চিকন ও ছোট। স্বাভাবিক মানুষের থেকে আলাদা ও শারিরীক প্রতিবন্ধী হওয়ায় হুইল চেয়ারেই তার বেড়ে ওঠা। আর হুইল চেয়ারে করেই প্রতিবন্ধিতাকে জয় করে ইতিমধ্যেই নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন। দক্ষতার সাথে ফ্রিল্যান্সারের মাধ্যমে কাজ করে এখন প্রতিমাসে তিনি আয় করছেন ৭০-৮০ হাজার টাকা। তার প্রতিষ্ঠানে আরও কয়েকজন তরুন বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন।

ফাইভার এবং আপওয়ার্ক-এ কাজ করছেন তিনি।
বর্তমানে শুধুমাত্র টি শার্ট ডিজাইন নিয়ে কাজ করছেন এই তরুন।

ফাইভার এ লেভেল-২ সেলার এবং আপওয়ার্ক এ টপ রেটেড ফ্রিল্যান্সার হিসেবে তিনি কাজ করে চলেছেন।

শুরুর গল্পটা নিয়ে অনিক মাহমুদ বলেন, কম্পিউটারের প্রতি অনেক আগ্রহ ছিলো। ২০১২ সালের দিকে বাড়ী থেকে হুইল চেয়ার করে কম্পিউটার শিখতে যেতাম আধা কিলোমিটার দুরে। তারপর বাবাকে অনুরোধ করে পোড়াদহ হাইস্কুল মার্কেটে একটা কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্ট ও ষ্টেনারীজের দোকান দিলাম। নিজে কিছু একটা করবো এমন সিদ্ধান্ত থেকেই আমরা এগিয়ে যাওয়া শুরু।

২০১৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাশের পর পড়ালেখা করা হয়নি এ তরুনের। তবে দোকানে বসেই সবসময় কম্পিউটারে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন তিনি।

এরপর ২০১৮ সালের শুরু থেকে ই শিখনের মাধ্যমে অনলাইনে গ্রাফিক্স ডিজাইনের উপর তিনমাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। একই সাথে বিভিন্ন ইিউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিও দেখে
ফ্রিল্যান্স্যারের উপর কাজ শুরু করি। পাশাপাশি অনেক বড় বড় ফ্রিল্যান্সারের পরামর্শ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।
এভাবেই আমি প্রতিদিন ১৫-১৮ ঘন্টা পর্যন্ত কম্পিউটারে প্রতিনিয়ত কাজ করেছি।

তারপর ২০১৯ সাল থেকে মোটামুটি কাজ পাওয়া শুরু করেন মার্কেটপ্লেসে। টি-শার্টে ডিজাইন নিয়েই মুলত তার কাজ শুরু। তার প্রথম কাজ পায় আপওয়ার্ক থেকে। সেটা ২৫ ডলারের। আর সর্বোচ্চ একটা প্রজেক্ট থেকে তিন হাজার ডলারের কাজ করতে পেরেছি। এখন আর আমাকে বায়ার খুঁজে পেতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়না? প্রচুর কাজের অর্ডার আমি পেয়ে থাকি। এছাড়াও আমার ভালো লাগে আমার তৈরী ডিজাইনের টি-শার্ট বিদেশীরা পরে থাকে।

২০১৯ সালের মাঝামাঝিতে ফাহিম উল করিম নামের বিছানাবন্দী এক প্রতিবন্ধীকে দেখে আমি প্রেরণা পায়। সে যদি বিছানায় থেকে সফলতা লাভ করতে পারে তবে আমি কেন হুইল চেয়ারে বসে পারবো না?

তিনি বলেন, আমি একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়া স্বত্ত্বেও আমার বাবা-মায়ের সহযোগীতায় আমি আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি।
তিনি বলেন, আমি যেখানে বসবাস করি সেটা অনেকটাই গ্রামাঞ্চল! যেখানে ২ বছর আগেও ভালোভাবে ইন্টারনেট সেবা সবার নাগালের মধ্যে ছিল না। তাই কাজ শিখতে গিয়ে অনেকটাই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে

হয়েছে আমাকে।
তিনি বলেন, আমার অদম্য ইচ্ছেশক্তি ছিলো তাই আমি পেরেছি। আমার ইচ্ছে ছিল আমার জীবনে এমন কিছু একটা করবো, যেখানে আমার কারও কাছে কাজের জন্য যাওয়া লাগবে না বরং আমি আমার প্রতিষ্ঠানে কিছু তরুণদের চাকরী দিবো।
সেক্ষেত্রে অনেকটাই এখন সফল আমি। আর এই দৃঢ় মনোবল আর ইচ্ছাশক্তির কারণেই হয়তো আজ আমি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে অনিক বলেন, বড় একটা আইটি ফার্ম গড়ে আগামীতে আরও তরুণ ও বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবো এটাই আমার স্বপ্ন। পাশাপাশি তিনি এখন তিন চাকা বিশিষ্ট মোটরসাইকেল চালান। কিন্তু ভারতে শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রাইভেট গাড়ী চালানো হয়। আমিই প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে তেমন প্রাইভেট গাড়ী চালানোর স্বপ্নে বিভোর।

অনিক মাহমুদ জানান, ফ্রিল্যান্সার হতে হলে প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন। এ কারণে অনেক তরুণ কাজ শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেন না।
তাই কখনোই ভেঙে পড়া যাবে না। আমি কখনো নিজেকে দুর্বল ভাবি না, অন্য মানুষের মতোই নিজেকে মনে করি। আর কাজ করে যায় নিজের স্বপ্নপূরনে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নিজেকে প্রতিনিয়ত আপডেট রাখাও জরুরি বলে মনে করেন তিনি। তাই এখনোও নতুন নতুন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হই।

তার পিতা মোঃ মোজাহার আলী। তিনি হালসা আদর্শ ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক। দুই ভাইয়ের মধ্যে অনিক ছোট। বড় ভাই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ঢাকায় একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। তিনি বলেন, আমার দুই ছেলের মধ্যে এই ছোট ছেলেকে নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কিন্ত এখন আমি আমার এই প্রতিবন্ধী ছেলের জন্য গর্ব করি। সবাই এখন অনিকের বাবা বলেই আমাকে চেনেন।

মিরপুর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জামসেদ আলী বলেন, কিছুদিন আগে তাকে স্মার্ট কার্ড (প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির পরিচয়াপত্র) দিতে গিয়ে তার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তিনি প্রতিবন্ধীদের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে আজ সফল ফ্রিল্যান্সার হয়ে কাজ করছেন অনিক। বেশ ভালো আয় করছেন তার দেখাদেখি করে আরও মানুষ এগিয়ে আসুক এমনটাই কামনা করেন তিনি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দেখুন মহান আল্লাহ তা’য়ালা পিতার প্রতি এতটায় এহছান করেছেন যে, পিতা সন্তানদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করতে বলার পরও তার সাথে ইহসানের আচরণ করতে বলেছেন।

একবার রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি আসল তার সাথে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক, তোমার সাথে এই বৃদ্ধ লোকটি কে? সে বললো, ইনি আমার পিতা। তিনি বললেন, তার সম্মুখে হেঁটো না, তার পূর্বে বসো না, তার নাম ধরে ডেকো না, এবং তাকে গালি দেওয়ার কারণ হয়ো না।(অর্থাৎ তুমি কারো পিতাকে গালি দাও, আর সে জবাবে তোমার পিতাকে গালি দেয়) (হায়াতুস সাহাবাহ)

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন দেখতে পেলেন, দু’জন লোক রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন অন্যজন থেকে অধিকতর বয়ষ্ক। কনিষ্ঠজনকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘সংগের লোকটি তোমার কে? সে বলল ‘আব্বা।’ তিনি বললেন, ‘তুমি কখনও তার নাম ধরে ডাকবে না, তাঁর আগে আগে চলবে বা এবং তাঁর বসার আগে কোথাও বসবে না।’

ইবনে মুহাইরিয রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, পিতার পথ থেকে কোনো কষ্টদায়ক বস্ত্ত সরানোর উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁর আগে চলা তার অবাধ্যতার নামান্তর।

ওমর ইবন যরকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আপনার প্রতি আপনার ছেলের আনুগত্য বা সদ্ব্যবহারের অবস্থাটা কেমন ছিল? তখন তিনি বললেন, আমি দিনের বেলায় হাঁটলে সে আমার পিছনে পিছনে হাঁটত; আর রাতের বেলায় হাঁটলে সে আমার সামনে সামনে হাঁটত; আর আমি নিচে থাকলে সে কখনও ছাদের উপরে উঠত না।’(উয়ুনুল আখবার)

পিতার অবাধ্য হলে দুনিয়াতেই তার শাস্থি পাওয়া যায়।

আর আসমা’য়ী বলেন, আরবের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ ও সবচেয়ে অনুগত মানুষের সন্ধানে বের হলাম; অতঃপর আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত আমি দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় এক বৃদ্ধের দেখা পেলাম, পানি উঠানোর জন্য যার গলায় রশি দিয়ে বালতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যা টেনে উঠানো উটের পক্ষেও সম্ভব নয়, আর তার পিছনে চামড়ার পেঁচানো রশি (চাবুক) হাতে এক যুবক তাকে প্রহার

করছে; আর সে এ রশি দ্বারা পিটিয়ে তার পিঠ রক্তাক্ত করে ফেলেছে। অতঃপর আমি বললাম, তুমি কি এই দুর্বল বৃদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করনা? তার ঘাড়ে রশি লাগিয়ে দেওয়াটা কি যথেষ্ট হয়নি যে, তুমি তাকে আবার প্রহার করছ?

তখন সে বলে, তাতো আমি আমার পিতার সাথে এই ব্যবহার করছি(তাতে তোমার কি); তখন আমি বললাম: তাহলে তো আল্লাহ তোমাকে ভালো পুরস্কার দিবেন না।

তখন সে বলল, চুপ কর, সে তো তার পিতার সাথে এরূপ ব্যবহার করত; আর তার পিতাও তার দাদার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করত; তখন আমি বললাম: এই হলো সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ।

অতঃপর আমি ঘুরতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত দেখা পেলাম এক যুবকের, যার ঘাড়ে একটি ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে এক বৃদ্ধলোক, মনে হচ্ছিল যেন একটি মুরগীর বাচ্চা; তারপর সে সব সময় তাকে তার সামনে রাখত এবং তাকে খাওয়াতো যেমনিভাবে মুরগীর বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়; তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম: উনি কে? সে বলল: আমার আব্বা, বয়সের ভারে তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আমি তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছি; তখন আমি বললাম, এই হলো আরবের সবচেয়ে অনুগত ও ভাল মানুষ।(ইবরাহীম আল-বায়হা ‘আল-মাহাসেন ওয়াল মাসাওয়ী)

ছাবিত বুনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, কোনো এক স্থানে সে তার পিতাকে প্রহার করছে। তখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ব্যাপার কী? এখানে এনে তোমার পুত্র তোমাকে প্রহার করছে কেন? পিতা বলল তাকে ছেড়ে দাও। কারন আমি আমার পিতাকে এই স্থানে প্রহার করেছিলাম। সুতরাং তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ আমার ছেলেও আমাকে ঠিক ঐ স্থানে মারছে। তার কোনো দোষ নেই।(তাম্বীহুল গাফেলীন)

আল্লাহ তা’য়ালা আমাদেরকে পিতার হক আদায়ের দ্বারা মহান আল্লাহ্ তা’য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন।(আমীন)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

লেখক:
বায়োকেমিস্ট, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, খুলনা

দামুড়হুদা পুলিশের অভিযানে ৫জন জুয়াড়ি আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম এর নির্দেশে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক এর নেতৃত্ব রবিবার ২১ জুন দিবাগত রাতে পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস,আই মোঃ জিয়াউর রহমান, এ,এস,আই কার্তিক কুমার বসু সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্সসহ দামুড়হুদা থানাধীন পীরপুরকুল্লা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় রাতে প্রকাশ্যে জুয়া খেলা অবস্থায় আসামী মোঃ আহসান (৫৮), পিতা মৃত পটল বিশ্বাস, মোঃ জহিরুল ইসলাম (কালু) (৩০), পিতা মোঃ ফজল আলী, উভয় সাং-পীরপুরকুল্লাহ জুগিরপাড়া, এবং মোঃ আতিয়ার (২৩), পিতা-মৃত সাজ্জাদ আলী,মোঃ মিরাজুল (২১), পিতা-শওকত আলী, উভয় সাং-পীরপুরকুল্লা সিংহপাড়া, মোঃ জাহিদুল (২৬), পিতা-মোঃ ইব্রাহীম শেখ, সাং-ইব্রাহীম শেখ, সাং- পীরপুরকুল্লা শেখপাড়া জুয়া খেলার স্থান হতে আটক করে পুলিশ। আসামিদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় জুয়া আইনে মামলা দায়েরপূর্বক আসামিদের আদালতে সোপার্দ করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক।

কুষ্টিয়ার চরাঞ্চলে বাদাম চাষে ফলন ভালো, দাম নিয়ে হতাশা

চাষীরা

অনাবাদি পদ্মা চরে চিনা বাদাম চাষে ভালো ফলন পেয়েছেন কুষ্টিয়ার চাষীরা। পদ্মার বিস্তীর্ণ চরে চাষকরা সোনালী ফসল বাদাম ঘরে তুলতে ব্যস্ত সময় পার করছেন।

পদ্মার চর ঘুরে দেখা গেছে, কুষ্টিয়ায় এ বছর প্রায় একহাজার হেক্টর জমিতে বাদামের চাষ হয়েছে। এরমধ্যে দৌলতপুরের বিস্তীর্ণ চরে চাষ হয়েছে ৮২০ হেক্টর জমিতে। একসময় পদ্মা নদীতে জেগে ওঠা বালুচর পড়ে থাকতো। যা চাষীদের কোনো কাজেই আসতো না।

এখন জেগে ওঠা পদ্মার চরে চাষীরা চিনা বাদাম চাষ করে ব্যাপক সাফল্য পাওয়ায় এ অর্থকরী ফসলের চাষ পুরো চরে ছড়িয়ে পড়েছে। এবছরও চরে বাদাম চাষ করে চাষীরা ফলন ভালো পেলেও দাম নিয়ে রয়েছে হতাশা।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ আম্পানের প্রভাবে ফলনে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। তারপরও খরচ বাদ দিয়ে লাভের মুখ দেখবেন বলে জানালেন দৌলতপুর উপজেলার মুন্সিগঞ্জের আব্দুল জব্বার ও কাবিল হোসেনসহ বেশ কয়েকজন চরাঞ্চলের চাষী।

ফিলিপনগর এলকার ইসমাইল হোসেন নাম এক বাদাম চাষী জানান, এবছর ১০ বিঘা জমিতে বাদাম চাষ করেছেন। বিঘা প্রতি তার খরচ হয়েছে প্রায় ৮ হাজার টাকা করে। বিঘা প্রতি ফলন হচ্ছে ৪ থেকে ৫ মন হারে। বর্তমান বাজার দর ২২শ’ টাকা মন হিসেবে বিক্রয় করলে বিগত বছরের তুলনায় লাভের অংশ কম হবে।

এদিকে বাদাম ক্ষেতে কাজ করে দিন মজুররাও খুশি। তারাও কৃষকের বাদাম ক্ষেতে গাছ থেকে বাদাম ঝরিয়ে প্রতিদিন যা আয় করেছেন ২০০ থেকে ৩০০ টাকা যা সংসারে কাজে আসছে। এমনটাই জানালেন রহিমা খাতুন নামে এক বয়োবৃদ্ধ।

তবে সরকারি প্রণোদনার পাশাপাশি রাজস্বখাতের অর্থায়নে প্রদর্শনী প্লট ও ফলোআপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে চরাঞ্চলের বাদাম চাষীদের সহযোগিতার কথা জানিয়েছেন দৌলতপুর কৃষি কর্মকর্তা এ কে এম কামরুজ্জামান।

চরাঞ্চলের যেসব জমি অনাবাদি পড়ে থাকে সেসব জমি অর্থকরী সোনালী ফসল বাদাম চাষের আওতায় আনা গেলে চরবাসীর সারাবছরের আর্থিক চাহিদা

পুরণ হবে, পাশাপাশি দেশের বাদামের চাহিদা মিটবে সেইসাথে কমবে ক্ষতিকর তামাক চাষ। আর এমনটাই মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

করোনা রোগীদের সেবায় পুলিশ সার্বক্ষণিক পাশে আছে, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার

কুষ্টিয়ায় প্রতিদিনই বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা। ইতিমধ্যে শহরের কয়েকটি ওয়ার্ডকে রেডজোন হিসেবে চিন্হিত করে ২১ দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন।

এখন পর্যন্ত এ জেলায় ৩৪৭ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। মৃত্যুবরণ করেছে ৩ জন।করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাতে নেতৃত্বে সার্বক্ষণিক মাঠে কাজ করে যাচ্ছে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ।
তারই ধারাবাহিকতায় আজ সকালে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাতের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের একটি দল করোনা আক্রান্ত রোগীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খোঁজ খরর নেন এবং যেকোন প্রয়োজনে জেলা পুলিশ কে অবহিত করার জন্য মোবাইলে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানান।

এসময় পুলিশ সুপার তানভীর আরাফাত করোনা রোগীদের উদ্দেশ্য বলেন, আপনাদের যেকোন ধরনের প্রয়োজনে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সার্বক্ষণিক পাশে আছে। তাই চিন্তিত না হয়ে যে কোন ধরনের প্রয়োজনে আমাদের নির্ধারিত মোবাইল নাম্বারে কল করলে সবধরনের সেবা নিশ্চিত করা হবে আপনাদের।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা সহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ। উল্লেখ্য, কুষ্টিয়ায় করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই জনগনের সেবায় সার্বক্ষণিক মাঠে কাজ করে যাচ্ছে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ।করোনা

পরিস্থিতিতে সেবা প্রদান করতে গিয়ে ইতিমধ্যে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের বেশ কয়েকজন সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছে। তবুও পিছুপা হয়নি কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ। তাই বলতেই হয় করোনা পরিস্থিতিতে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের ভুমিকা প্রশংসনীয়।

করোনার উপসর্গ নিয়ে কুষ্টিয়ায় দুইজনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে করোনার উপসর্গ নিয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (২১ জুন) দুপুর ১২টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুলতানা রিজিয়া বানু (৫৮) মারা যান। তিনি কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের ইউনিয়ন সমাজসেবী পদে কর্মরত ছিলেন।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, সুলতানা রিজিয়া বানু করোনায় আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. তাপস কুমার সরকার বলেন, শনিবার রাত ১২টার দিকে শহরের কোর্টপাড়া কাজী নজরুল ইসলাম সড়কের বাসিন্দা মৃত মোল্লা ফকির মহম্মদের স্ত্রী সুলতানা রিজিয়া শ্বাসকষ্ট নিয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি হন। রোববার দুপুর ১২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। শনিবার সকালে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। রাতেই জানা যায় তার করোনা পজিটিভ। এ নিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় করোনাভাইরাসে তিনজনের মৃত্যু হলো।

এদিকে, করোনার উপসর্গ নিয়ে শনিবার রাত ১০ টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভেড়ামারা উপজেলার কাচারিপাড়া এলাকার বাসিন্দা বুলবুল আহম্মেদের (৪৮) মৃত্যু হয়েছে।

পারিবারিক সূত্র জানায়, এক সপ্তাহ ধরে জ্বর, ঠান্ডা ও কাশির সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। শনিবার সন্ধ্যায় শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে পারিবারের লোকজন তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। রাত ১০টার দিকে তিনি মারা যান। তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় করোনার উপসর্গ নিয়ে ১৩ জনের মৃত্যু হলো। জেলায় এ পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩৪৭ জন।

মেহেরপুরের শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা গোলাম সিদ্দীকির বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরের শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা গোলাম সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে ভাবিকে মারধর ও শ্লিলতাহানী করার অভিযোগে মামলা হয়েছে। ভাবি তহমিনা খাতুন বাদি হয়ে ১৬ জুন ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলাটি দায়ের করেন, যার নাম্বার ২১। আসামী গোলাম সিদ্দিকী ঝিনাইদহ পৌরসভার বড় খাজুরাপাড়ার মৃত ছাদেক আলী মন্ডলের ছেলে। তিনি বর্তমান মেহেরপুরে শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন।

মামলার এজাহারে খাজুরা মাঝেরপাড়া গ্রামের খসরু হোসেনের স্ত্রী বাদী তহমিনা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, গত ১৫ জুন তার দেবর রোকন আলী মন্ডল ইন্তেকাল করেন। ওই দিন নামাজে জানাযা পড়ান তার নাতী ছেলে হাফেজ রাওফুল ইসলাম রাব্বি। দাফন শেষে আসামী গোলাম সিদ্দিকী লোকজনের সামনে উত্তেজিত হয়ে কেন তার ভাইয়ের জানাযা রাব্বি পড়ালো এ নিয়ে হৈচৈ শুরু করেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রাব্বির পিতা মুক্তার হোসেন মুক্তোর সাথে এ নিয়ে বাক বিতন্ডায় লিপ্ত হয়।

এক পর্যায়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে গোলাম সিদ্দিকী বাদীসহ তার নাতী ছেলে হাফেজ রাব্বি ও পুত্রবধু সালমা খাতুনকে মারধর করে। আহত হয়ে তারা হাসপাতালে ভর্তি হন। এ সময় বাদীর কাপড় খুলে শ্লিলতাহানী ঘটানোর চেষ্টা করে।

তবে এ অভিযোগ ষড়যন্ত্র উল্লেখ করে গোলাম সিদ্দীকি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, যারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তাদের নামে ১৬ জুন মামলা আমি প্রথমে করি, যার নাম্বার ২০। আমার করা মামলার কাউন্টার হিসেবে তারা মামলাটি করেছে। আমাদের পারিবারিক বিরোধ হয়েছে এটা সত্য। কিন্তু সেই বিরোধে আমি আহত হয়েছি। তহমিনা খাতুন মামলা থেকে বাচতে আমার বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করেছে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই হাফিজুর রহমান জানান, এটা একটি পারিবারিক বিরোধ এতে উভয় পক্ষই মামলা করেছে। তাদের আটকের চেষ্টা চলছে। ঘটনার পর থেকেই সবাই পলাতক রয়েছে।

গাংনীতে কথিত দন্ত চিকিৎসকের ভূল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দিতে মিজান ডেন্টাল ক্লিনিকের কথিত দন্ত চিকিৎসক মিজানের কাছে ৬টি দাঁত তুলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে নাসির উদ্দীন (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার দুপুর ১২ টার দিকে তার নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। নাসির শেখ গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান শেখ পাড়ার মৃত মহির উদ্দীন শেখের ছেলে।

নাসির উদ্দীনের পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ২রা জুন বামন্দি মিজান ডেন্টাল ক্লিনিকে নাসির উদ্দীনের ৬টি দাঁত তোলা হয়। এরপর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে তার শরীরে রক্তশূণ্য দেখা দিলে রক্ত দেওয়া হয়। তারপরও শরীরের রক্ত ঘাটতির কারনে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পর থেকে মিজান ডেন্টাল ক্লিনিকের মালিক কথিত দন্ত চিকিৎসক মিজানুর রহমান পলাতক রয়েছে।

মিজানের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মো: ওবাইদুর রহমান জানান, কথিত চিকিৎসক মিজান পলাতক রয়েছে। তবে নাসির উদ্দীনের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দেশে করোনায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৩৫৩১

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৪৬৪ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৫৩১ জন শনাক্ত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর